26. Emerging Role for Senior Citizens in Digital Era

The Case of ekhaikk.in

২৬. ডিজিটাল যুগে প্রবীণ নাগরিকদের উদীয়মান ভূমিকা

ekhaikk.in-এর ঘটনা

২০১১ সালে অবসর নেওয়ার পর, আমি এই ভেবে খুব আনন্দে ছিলাম যে, এখন আমি নিজের পছন্দমতো যা করতে চাইব, তা-ই করতে পারব। আমি পরিকল্পনা করেছিলাম যে, সপ্তাহে দুই দিন আমি অধ্যাপনা করব; এক দিন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Ministry of Human Resource Development -MHRD) / পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা সমিতি Association for Career and Technical Education AICTE-এর কাজে; এক দিন SMF/IIM-এর জনহিতকর কর্মকাণ্ডে এবং এক দিন পরামর্শদাতার (consulting) ভূমিকায় কাজ করার জন্য বরাদ্দ রাখব। রবিবারটি রাখব সম্পূর্ণ অবসরের জন্য।

এই পরিকল্পনাটি টানা তিন মাস বেশ ভালোই চলেছিল। কিন্তু এরপরই শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে শুরু করল এবং একে একে নানা শারীরিক অসুস্থতা শুরু হলো, যার মধ্যে প্রধান ছিল হাঁটুর ব্যথা এবং বুকে এক ধরনের ভারী ভাব। কোনোমতে আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তবে শেষমেশ পরামর্শদাতার কাজ আমাকে পুরোপুরিই বাদ দিতে হলো। ধীরে ধীরে অন্যান্য অসুস্থতাও আমাকে চেপে ধরল এবং ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে আমি দশটারও বেশি শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়লাম। এর মধ্যে ছিল চোখে রক্তক্ষরণ (haemorrhage), কানে একটানা ঝিঁ ঝিঁ বা ভোঁ ভোঁ শোনা (tinnitus), স্পন্ডিলাইটিস, প্রোস্টেট-জনিত সমস্যা, শরীরের অভ্যন্তরীণ শুষ্কতা বেড়ে যাওয়ার ফলে রক্তপাত—এবং সেই সাথে এই বয়সের সচরাচর সঙ্গী ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো সাধারণ অসুস্থতাগুলোও। এই সমস্ত অসুস্থতার ফলে, আমার শিক্ষাগত ও পেশাগত কর্মকাণ্ডগুলো প্রায় পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে, আমাকে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করাতে হলো। অস্ত্রোপচারের পর পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আমার ছয় মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে হার্নিয়ার সমস্যা দেখা দিল। সাধারণত এর জন্য একটি সাধারণ অস্ত্রোপচার করা হয়, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটি এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো; টানা চার মাসেরও বেশি সময় ধরে আমার যন্ত্রণা এতটাই অসহনীয় ছিল যে, আমি প্রায় নিজের দিন গোনা শুরু করে দিয়েছিলাম। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে আকুতি জানাতাম—তিনি যদি আমাকে নিজের কাছেই ফিরিয়ে নিতে চান, তবে যেন দ্রুত তা করেন; কেন এই অহেতুক যন্ত্রণা? এক রাতে আমার মনে হলো, প্রকৃতি কোনো কিছু কেড়ে নেয় না, যদি না সেটির উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে। "তবে কি এখনো আমার করার মতো কিছু বাকি রয়ে গেছে?" আমি মনে মনে ভাবলাম।

ঠিক তখনই আমার মনে পড়ল যে, অনেক দিন আগে আমি আমার শিক্ষার্থীদের কাছে একটি বই প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু নানা কারণে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সুযোগ আমি কখনো পাইনি। এটি ছিল একটি 'একাডেমিক রিসোর্স পার্ক' প্রতিষ্ঠার সেই স্বপ্নেরই একটি অংশ, যে স্বপ্নটি আমরা ১৯৯৪ সালে আইআইএম লখনউ-এর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার (perspective plan) অংশ হিসেবে দেখিছিলাম। "হয়তো এই কাজটিই আমি এখন করতে পারি," আমি ভাবলাম।

কিন্তু আমার আঙুলের গাঁটগুলোতে তীব্র ব্যথা হতো, যার ফলে আমি নিজের ইচ্ছেমতো টাইপ কিংবা লেখালেখি করতে পারছিলাম না। তাছাড়া ল্যাপটপের পর্দার দিকে আমি ১৫-২০ মিনিটের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারতাম না; কারণ বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসত এবং স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথা শুরু হয়ে যেত। আর এই কাজে সহায়তা করার মতো কোনো অফিস কিংবা কর্মী-সহায়তাও আমার ছিল না।

Old Age and Digitisation

বার্ধক্য এবং ডিজিটালে রূপান্তর করা

বার্ধক্য শুরু হলে, অনেক সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যার মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা বা দুর্বলতাগুলো বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। তবে এর নিজস্ব কিছু সুবিধাও রয়েছে। এই সময়ে মানুষের হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকে এবং নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার স্বাধীনতা বা নমনীয়তাও বেশি থাকে, যদিও রাতের ঘুম প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে, পরিবারের সদস্যরা যদি স্বাবলম্বী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, তবে আর্থিক বোঝাও অনেকটাই কমে আসে। কিন্তু বার্ধক্যে মানুষ প্রায়ই একাকীত্বে ভোগেন। তখন দূরে বসবাসরত সন্তানদের কাছে গিয়ে থাকার প্রবল ইচ্ছা জাগে। স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে চলে গেলে, বাড়িতে চিঠি, চেকবই বা অন্যান্য নথিপত্র নেওয়ার জন্য কেউ থাকে না। কখনো কখনো তো এমনও হয় যে, টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যাওয়া কিংবা বিভিন্ন বিল মেটানোর মতো কাজগুলো করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সৌভাগ্যবশত, ডিজিটাইজেশন বা ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার এখন নানাভাবে ঘটছে; উঁচু রেজোলিউশনের ক্যামেরা-সহ স্মার্টফোন এবং ব্রডব্যান্ড বা ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সংযোগের মতো সুবিধাগুলো এখন সহজলভ্য, যদিও এসবের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এই প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো মানুষকে নিজ শহর বা ভিটেমাটি থেকে দূরে গিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা বিষয় সামলানোর সুযোগ করে দেয়। এই অভিজ্ঞতার সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু ডিজিটাল যুগ কি অন্য কোনোভাবেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে যে, বার্ধক্যে পৌঁছেও অনেক নতুন নতুন কাজ, যেগুলির জন্য অবসরের আগে সময় পাওয়া যেত না, করা সম্ভব। পাশাপাশি ঠাকুরদা-ঠাকুরমা ও দাদু-দিদিমার ভূমিকায় পরবর্তী প্রজন্মের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় সহায়তাও করা সম্ভব।

Developing Literature Based upon First Hand, Unusual but Useful Experiences

প্রত্যক্ষ, অভিনব অথচ রোজকার অভিজ্ঞতার উপর সাহিত্য রচনা

যাই হোক, যখনই কোনো নতুন ভাবনা মাথায় আসত, তা স্নানঘরে, কিংবা মাঝরাতে (যখন ঘুম আসত না), বা বিমানের অপেক্ষায় থাকাকালীন অথবা ট্রেনে কোথাও যাওয়ার সময়, আমি আমার যা মনে আসতো. সেই বিষয়ে দু-চারটি বাক্য লিখে রাখতাম। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। এভাবে কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেলে, আমি সেগুলোর ছবি তুলে নিতাম কিংবা স্ক্যান করে নিতাম এবং যার নাম সবার আগে মনে আসত, তাকেই ইমেইল করে দিতাম। সেই ব্যক্তি হতে পারতেন আইআইএম (IIM) লখনউ বা কোঝিকোড়ে কর্মরত আমার প্রাক্তন

সচিবীয় সহকারী, কোনো অধ্যাপক, কিংবা এমনকি কোনো ব্যবস্থাপনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরও। এছাড়া, আমি এমন কিছু নির্ভরযোগ্য সাইবার ক্যাফেও খুঁজে পেয়েছিলাম, যারা জবলপুর, কানপুর, পুনে বা লখনউ থেকে আমার হয়ে লেখাগুলো টাইপ করে দিত এবং আমি অনলাইনে তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিতাম। সম্পাদনার কাজটা আমি নিজেই করতাম এবং কোনো জেরক্সের দোকান থেকে সেগুলোর প্রিন্টআউট নিতাম। এভাবেই পাঁচটি গবেষণাপত্র, পঁচিশটিরও বেশি ছোট ও বড় 'কেস স্টাডি' এবং বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় তৈরি করলাম।

অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো পর্যালোচনা করা এবং এই ধরনের লেখা প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যপ্রণালী এবং ভারতীয় জনগণের, যারা ভারতের হনুমান, ক্ষমতা ও আচরণ সম্পর্কে অনেক নতুন ধারণা পেয়েছি। এটি আমাকে এও নিশ্চিত করেছে যে, হুমকিই বা ঝুঁকি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দুর্বলতা হলো মানসিক প্রতিবন্ধকতা যা প্রগতির বাধা হয়। আমি বুঝলাম সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সৃজনশীলতার প্রয়োগ, জনশক্তিকে (প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার দুটি দরকারি শব্দ) এবং সম্পদ বা পুঁজিকে (সম্পত্তি নাকি দায়?) নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা, ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে চেকলিস্টের শক্তি, সজ্ঞানে উন্নতি বেছে নেওয়া, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার কৌশল, বিভিন্ন অংশীদারদের সমর্থন থেকে লাভবান হওয়া, স্বায়ত্তশাসন লাভ ইত্যাদি। এই জ্ঞানের আলোকে ছোট ছোট গল্প লিখেছি, যেগুলি ক্লাসের আগ্রহ তৈরি করতে আরও উন্নত আলোচনার জন্য সংক্ষিপ্ত কেস স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বড় বড় কেস স্টাডিগুলো ছিল কিংফিশার এয়ারলাইন্স, আদানি এন্টারপ্রাইজেস ইত্যাদি। এই কেস স্টাডিগুলো স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের (এসএম) ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিক লাইনচ্যুতি প্রক্রিয়ার মতো অনেক ধারণাকে পরিমার্জিত করেছে। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ছিল হাসপাতালে সাত দিন ধরে আরোগ্য লাভের সময় একটি নোট তৈরি করা, যা একটি ব্যবসা কখন লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে 'লোভের বলয়ে' প্রবেশ করে, সেই সম্পর্কে আমাকে একটি কার্যকরী অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল।

ধীরে ধীরে আমার রচিত কেস স্টাডিগুলো সংকলন, বিন্যাস এবং বিন্যস্ত করে কৌশলগত ব্যবস্থাপনার (Strategic Management) উপর পাঁচ খণ্ডের একটি কেসবুক তৈরি করলাম। এর ফলে, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহায়তার জন্য একটি কেস বিশ্লেষণ নির্দেশিকাও তৈরি করলাম যাতে তাঁরা তাঁদের পড়ানোর উপযুক্ত ঘটনা অনুযায়ী কেস বাছাই করতে পারেন।

Web Application

ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন

সফট কপি পাওয়া সহজ হওয়ায়, আমি লখনউতে আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটা ওয়েবসাইট ভাড়া করে সেখানে আমার লেখাগুলি রাখতে শুরু করি। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ফোরামের ওয়েবসাইট চালানোর সময় আমি এই ধরনের ওয়েবসাইট মোটামুটি চালাতে শিখে গিয়েছিলাম। তবে, এটি এইচটিএমএল (html) ফরম্যাটে ছিল। তা সত্ত্বেও, এটি একটি তথ্যের ভান্ডার হয়ে ওঠে, এবং যে কেউ সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে যেকোনো কেস বা অধ্যায় ডাউনলোড করতে পারত, যাতে সমস্ত অংশগ্রহণকারী তা পড়তে পারে এবং আলোচনার সময় একই মানসিকতায় থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী অনেকসময়ে আরও তথ্যও ডাউনলোড করা যেত।

এটি একটি কেস সংক্ষিপ্ত করে লেখার সুযোগ করে দেয়, যা ক্লাসের আলোচনার অগ্রগতির সাথে সাথে সংযোজনী এবং নোট যোগ করে আরও বড় আলোচনা করা যেতে পারে।

এর ফলে, এই পদ্ধতিতে একটি বড় ও সমৃদ্ধ কেসকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করার সুযোগ দেয়, যেখানে কিছু প্র সংযোজনী এবং তথ্য ক্লাসে দেওয়া যায়।

এই বছরের মে মাসে আমি আমার প্রিন্টারের কার্টিজে কালি ভরতে গিয়ে দেখলাম যে, দোকানদারটি 'PHP' ফরম্যাটে ওয়েব ডিজাইন ও হোস্টিংয়ের ওপর বেশ দক্ষ। 'PHP' ফরম্যাটে ব্যবহারকারীদের আরও সুবিধা হয়। একবার আমার HTML-ভিত্তিক ওয়েবসাইটটি কাজ করছিল না এবং আমি ভীষণ বিপাকে পড়েছিলাম। তখন আমি একটি নতুন সাইট (ekhaikk.in) চালু করার জন্য তার সহায়তা চেয়েছিলাম এবং সেই সাইটটি পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করার কৌশল শিখে নিয়েছিলাম। এর ফলে, আমি আমার দুটি ওয়েবসাইটকেই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বা অদলবদল করে ব্যবহার করতে পেরেছিলাম; যেখানে দু'টি ওয়েবসাইট একে অপরের পরিপূরক বা ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করত।

এই ওয়েবসাইটটি আমাকে আমার বিভিন্ন কেস স্টাডির নথিপত্র, লিখিত প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি একটি জায়গায় সুবিন্যস্ত করে রাখতে সহায়তা করেছে, যা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে দিন-রাত ২৪ ঘন্টাই অত্যন্ত সহজে ব্যবহার বা সংগ্রহ করা সম্ভব।

এছাড়া, এই ওয়েবসাইটটি আমাকে আরও একটি নমনীয়তা দিয়েছে। এখন আমি কোনো প্রকাশনা সংস্থার অনুমতির জটিলতায় না গিয়ে আমার গবেষণার বিষয়বস্তুগুলো কৌশলগত ব্যবস্থাপনার (Strategic Management) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পেরেছি; এমনকি প্রয়োজনে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে কিংবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেও সেগুলো দিতে পেরেছি।

Printing and Publication
মুদ্রণ ও প্রকাশনা

আমি সাধারণত আমার পাঠ্যসামগ্রীগুলো A4 মাপের কাগজে জেরক্স করিয়ে নিতাম এবং সেগুলোতে স্পাইরাল বাইন্ডিং করিয়ে রাখতাম। তবে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করার সময় এই বাঁধাই করা বইগুলো বয়ে নেওয়া বেশ ভারী ও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল। একবার আমার বাসার কাছেই এক ট্যাক্সিচালক জেরক্সের ব্যবসা শুরু করলেন। আমরা দুজনে মিলে কাজ করে আমার সমস্ত 'কেস' (নথিপত্র) এবং বইগুলোকে ১৮-পয়েন্টের ফন্টে রূপান্তর করলাম এবং তারপর সেগুলোকে (A4/2 আকারের) ছোট পুস্তিকার আকারে ছাপালাম। বাঁধাইয়ের কাজটি আমি নিজেই করতাম। এই কৌশলটি আমি ডিন থাকাকালীন আমার অফিসের সহকারীর কাছ থেকে শিখেছিলাম। এর ফলে A4 আকারের সেই ভারী ও বিশাল বইগুলো এমন সব সুবিধাজনক ও সহজে বহনযোগ্য খণ্ডে রূপান্তরিত হলো, যা যে কেউ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই বইতে পারত। আমি বড় বড় বইগুলোকে ভেঙে ১০০ থেকে ১৫০ পৃষ্ঠার ছোট ছোট (A4/2 আকারের) খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছিলাম। তবুও, যখনই আমাকে লখনউ থেকে দিল্লি কিংবা দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোরে যাতায়াত করতে হতো, আমাকে সেই ভারী নথিপত্রগুলো বইতে হতো; এটা আমার জন্য অনেক কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ আমাকেই চলাফেরার জন্য অন্যদের সাহায্যে নিতে হতো।

অবশেষে, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে ধীরে ধীরে আমার সব নথিগুলি আমার ওয়েবসাইটে আপলোড করব এবং যেখানেই যেতাম দরকারমত প্রিন্ট আউট নিতাম, যাতে আমার কাজ থেমে না যায়।

গুরুগ্রামে, আমি সেই ব্যক্তির সাথে সফট কভার বইয়ের আকারে ছাপানো ও বাঁধাই করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখলাম, যিনি বাড়িতে জেরক্স করে আমার জিনিসপত্র পৌঁছে দিতেন। কারণ DISH (একটি রোগ) -এর গুরুতর পর্যায়ের কারণে আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারছিলাম না। আমার এতটাই মাথা ঘুরতো যে বাড়ির ভেতরেই আমার চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়ছিল। আমি লখনউ, মেদান্তা গুরুগ্রাম, মণিপাল হাসপাতাল এবং ব্যাঙ্গালোরের নারায়ণ হৃদয়ালয়ের ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু কোনো ইতিবাচক ফল পাইনি। আমি আবার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সৌভাগ্যবশত, একজন আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ আমাকে ম্যাগনেট থেরাপি দেন, যা আমার অবস্থার কিছুটা উন্নতি করে।

ফটোকপি করে দেওয়া সেই ব্যক্তিটি আমার বন্ধু হয়ে উঠলেন এবং কথা দিলেন যে, আমি যেখানেই চাইব, কুরিয়ারের মাধ্যমে তিনি তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমাকে কেবল তাঁর কাছে একটি 'সফট কপি' পাঠিয়ে দিতে হতো; বাকি সব কাজ তিনিই করতেন এবং আমি ইউপিআই করে তাঁকে তাঁর পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দিতাম।

ব্যাঙ্গালোরে আমার কলোনির কাছে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আমি ফরাসি, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষা শেখার একটি পোস্টার দেখতে পেলাম। সেই সূত্রেই সেই ভাষা প্রশিক্ষকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল এবং তিনি আমার একটি গল্পকে ওই তিনটি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি নিজে গল্পটি হিন্দিতে অনুবাদ করলাম, যার পেছনে গুগল-এর হিন্দি টাইপিং করার সুবিধার বিশেষ অবদান ছিল। ধীরে ধীরে সেই গল্পটি - যা মূলত 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল - মোট ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হলো এবং একটি ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হলো।

পরবর্তীকালে সেই অনুবাদক বন্ধুটি আমার বাকি ২৫টি গল্পকেও ওই তিনটি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে দিলেন। এভাবেই আমার গল্পগুলো ('Tales of Grandfather' বা 'দাদুভাইয়ের গল্প') মোট পাঁচটি ভাষায় পাঠকদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠল।

পাঁচটি ভাষায় গল্পের বই পাওয়া, যার মধ্যে তিনটি ভাষা ভারতে তেমন প্রচলিত নয়, আমার মনে হয়েছিল যে এটি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তাই আমি সেগুলোর জন্য আইএসবিএন নম্বর (ISBN) জোগাড় করতে শিখি এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য ওয়েবসাইটে তা যুক্ত করি। এই প্রক্রিয়ায় আমি জানতে পারি যে আইএসবিএন (এমএইচআরডি) নিজেই-প্রকাশনার অনুমতি দেয়। তাই আমি এই পথ বেছে নিই, যাতে ব্যবসায়িক প্রকাশকদের উপর নির্ভর না করে বইটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে পারি।

পরে আমি ব্যাঙ্গালোরে একজন জেরক্স করার লোকের খোঁজ করি। আমি এমন একজনকে খুঁজে পাই যিনি কম খরচে বই ছাপাতে পারেন। এতে ভিআইপিদের জন্য একটি বিশেষ কপি ছাপানোর আমার প্রয়োজনও মিটে যায়। আমি ই-বুক এবং পেপারব্যাক উভয় ফরম্যাটেই বই প্রকাশ করতে শিখি।

Common Website of IIMs

সব আইআইএম (IIM) গুলোর জন্য একটি ওয়েবসাইট

আইআইএমকে-এর ডিরেক্টর হিসাবে, আমাকে প্রায়ই অন্যান্য আইআইএম-এর বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিতে হতো। এছাড়া, বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেকেই আমার কাছে আইআইএম-গুলো সম্পর্কে জানতে চাইতেন। প্রতিটি আইআইএম-এর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি আইপি (IP) ছিল, যা মনে রাখা বেশ কঠিন ছিল। এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে আরও অনেক ধরনের শিক্ষাগত ও দাপ্তরিক কাজ করা সম্ভব ছিল। তাই, তথ্যের সহজলভ্যতা ও দ্রুত রেফারেন্সের সুবিধার্থে, প্রতিটি আইআইএম-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য-লিঙ্কগুলো একত্র করে আমি IIM-গুলোর জন্য একটি সাধারণ ওয়েবসাইট তৈরি করলাম। এখন ব্যবহারকারীদের কেবল একটি ওয়েবসাইট ঠিকানাই মনে রাখতে হয়, যেমন www.iimsworld.in অথবা www.ekhaikk.in; এই ঠিকানাগুলোর যেকোনো একটি ব্যবহার করেই এখন যেকোনো আইআইএম-এর ওয়েবসাইটে ঢোকা সম্ভব।

আমার বিভিন্ন কাজ অনুবাদের সময় আমার মনে হলো, ইংরেজি ভাষা না জানা মানুষদেরও আইআইএম পরিবারের বিকাশ সম্পর্কে জানা উচিত। তাই, বিশ্ববাসীর উপকারের কথা বিবেচনা করে আমি এই সাধারণ ওয়েবসাইটটিকে মোট ছয়টি ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিলাম।

Research

গবেষণা

২০১১ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ২জি কেলেঙ্কারির রায় এবং ২০১২ সালে কয়লা ব্লক বন্টন বিষয়ক সিএজি (CAG)-এর প্রতিবেদন প্রকাশের পর সমাজকর্মী আন্না হাজারে একটি আন্দোলন শুরু করেন। সংসদে এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়। এটি ছিল এক চরম ধাক্কা। মন্ত্রীরা কি তবে মিথ্যা বলছেন? তথ্য-প্রমাণ যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না। কয়লামন্ত্রী দাবি করছিলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় তাঁর কোনো ভূমিকা নেই এবং তাঁর কার্যকালে কোনো কয়লা ব্লক বন্টন করা হয়নি। একদিন আমি হঠাৎই কয়লা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ঢুঁ মারি এবং সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমি হতবাক হয়ে গেলাম – তাঁর কার্যকালেই ৪,০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি কয়লা ব্লক বিলি করা হয়েছিল। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অথচ এই তথ্যটি কয়লা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেই সহজে পাওয়া যেত। আরও বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, এই বন্টন প্রক্রিয়ায় চরম স্বেচ্ছাচারিতা করা হয়েছে। সিএজি-র হিসাব অনুযায়ী সরকারি কোষাগারের বিরাট ক্ষতি হয়েছিল। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমার নিজস্ব বিশ্লেষণে সরকারি কোষাগারের ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়েও অনেক বেশি বলে মনে হয়েছিল। এই দুই হিসাবের অসামঞ্জস্যটি বিশ্লেষণ করে দেখার কোনো উপায়ই ছিল না।

আমাদের শিল্পপতিদের আচরণ কেমন? তাঁরা কি সত্যিই কোনো জালিয়াতিতে জড়িয়ে আছেন? দেখে তো মনে হচ্ছে, জালিয়াতির যেন ছড়াছড়ি। তাঁদের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি ঠিক কতটা গুরুত্ব পায়? যদি জালিয়াতির অভিযোগ সত্য হয়, তবে কি দেশের শিল্পখাত ও অর্থনীতি নিরাপদ হাতে রয়েছে? এই বিষয়টি কি সব শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে একই

ভাবে প্রযোজ্য? সৎ শিল্পপতিদের অসৎ শিল্পপতিদের থেকে কীভাবে আলাদা করা যাবে? ঠিক কী কারণে তারা মন্দ হয়ে ওঠেন? সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কি তাদের এমন কাজে উৎসাহিত করছে? আর তাদের অপকর্ম শুধরে নেওয়ার জন্য আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছি? আদালত যদি তাদের জেলে পাঠানো শুরু করে, তবে সমাজের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে কারা শিল্প পরিচালনা করবে? আর সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাটাই বা কী? তারা কি জনগণের সামনে সঠিক চিত্র তুলে ধরছে এবং নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে? বিচার বিভাগ কি এই চ্যালেঞ্জগুলো দ্রুততার সাথে মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট দক্ষ? এমন সব প্রশ্ন আমার মনের শান্তি ভীষণভাবে বিঘ্নিত করতে শুরু করেছে।

একদিন আমি সিএজি (CAG)-র ওয়েবসাইটে গিয়ে কয়লা ব্লক বরাদ্দের উপর সিএজি-র প্রতিবেদনটি দেখতে পেলাম। বিশ্লেষণে কারণগুলো প্রকাশ পেল; সিএজি-র করা কিছু অনুমানের কারণে এই পার্থক্যগুলো তৈরি হয়েছিল, যেগুলো আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। আমার বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, সরকারি কোষাগারের ক্ষতি সিএজি-র করা অনুমানের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। প্রতিবেদনটি ২০১৪ সালের এপ্রিলে একটি সম্মেলনে পাঠানো হয়েছিল এবং ২০১৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী যখন জনসাধারণের জন্য তাঁর পোর্টাল খোলেন, তখন তাঁর কাছেও পাঠানো হয়েছিল। ২০১৪ সালের আগস্টে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধতার কারণে এই বরাদ্দ বাতিল করে দেয় এবং শুধু সিএজি-র চিহ্নিত করা ব্লকগুলো নয়, বরং সমস্ত ব্লক নিলামে তোলার নির্দেশ দেয়। নিলাম শুরু হলে আমার অনুমানগুলো সঠিক প্রমাণিত হলো।

২০১৩ সালের আগস্ট মাসে, সংসদ মাল্টি-ব্র্যান্ড রিটেল (এমবিআর) FDI in multi-brand retail (MBR) ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) নিয়ে আলোচনা শুরু করে। সংসদে হট্টগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেলন, এটা করা না হলে ১৯৯১ সালের চেয়েও ভয়াবহ অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা দেখা দেবে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এমবিআর-এ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এখন আর পছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি একটি প্রয়োজনীয়তা। এতে আমি ভাবতে শুরু করলাম, ২০ বছরের সংস্কারের পর আমরা কি একই বা আরও খারাপ পরিস্থিতিতে ফিরে এসেছি, সংস্কারগুলো কি সঠিক পথে এগোচ্ছিল? আরবিআই এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের গভীর বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে এটি বাস্তব ছিল, কোনো ভুয়া খবর নয়। আমার প্রায় হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল এবং আমাকে পরীক্ষার জন্য জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যা দেখা যাচ্ছে তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু রয়েছে এবং হাওয়ালা ও অর্থ পাচারের অভিযোগগুলো সত্যি হতে পারে। এই বিশ্লেষণ একজনকে এটাও ভাবায় যে, সংস্কারের পুরো প্রক্রিয়াটি নতুন করে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে কি না। কিংফিশার এয়ারলাইন্স এবং আদানি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের উপর করা উপরের দুটি গবেষণাপত্র এবং দুটি কেস স্টাডি ইঙ্গিত করে যে, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদরা ডিজিটাল যুগে, এমনকি বিছানা থেকেও, সারাক্ষণ চিৎকার-কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও অনেক অর্থবহ গবেষণা করতে পারেন, যা তরুণ অধ্যাপক সহকর্মীদের জন্য করা কঠিন হতে পারে, কারণ তাদের হাতে সময় খুব কম।

গত ৪০ বছরের গবেষণার কাজগুলো নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার মনে হলো, যদিও প্রতিটি গবেষণাই আলাদাভাবে হয়েছিল এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি ও সুপারিশ করা হয়েছিল, তবুও এই গবেষণাসমষ্টির আরেকটি বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। এটি ভারতে উদারীকরণ-পরবর্তী (post-liberalisation) উন্নয়নের পুরো প্রক্রিয়াটির একটি ঐতিহাসিক

প্রেক্ষাপট তুলে ধরে; আমরা যে সুযোগগুলি হারিয়েছি, তা চিহ্নিত করে; এবং দূষণ, যানজট কিংবা বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া ও বিনিয়োগ সংকট, এমন সব বহুমুখী সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আমাদের কী কী করণীয়, সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা করে। আর ঠিক এই কারণেই, এই সমগ্র গবেষণাসমষ্টিকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত একটি গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হচ্ছে, যার শিরোনাম হলো Post Liberalisation Developments in India: A 25 Year Research Journey ভারতে উদারীকরণের পরবর্তী ঘটনাবলি: ২৫ বছরের এক গবেষণাযাত্রা।

Teaching/MDP

শিক্ষাদান বিশেষত এমডিপি করানো

আইআইএম কোঝিকোডের ডিরেক্টর হিসেবে, কেসগুলির উপর আলোচনা (case discussion) পরিচালনাসহ অনলাইন কোর্স করানোর সরাসরি অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। আমি দেখেছি যে অনলাইন কোর্স সরাসরি ক্লাসরুমের আলোচনার মতোই সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত ছিল। ৬টি নতুন আইআইএম স্থাপনের জন্য আমাদের রিপোর্টের অংশ হিসেবে আমি ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা স্থাপনের সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি, আমি অনুভব করেছি যে নতুন আইআইএমগুলো এবং এমনকি পুরোনো আইআইএমগুলোও অতিথি প্রান্তে ভিডিও কনফারেন্সিং স্টুডিও ছাড়াই দূরের এলাকা থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম এবং এমডিপি-তে গেস্ট লেকচার এবং লেকচার পরিচালনা করে অনেক উপকৃার পাবে। আমাদের প্রযুক্তি ছিল এবং আমি পরীক্ষা চালানোর জন্য প্রস্তুতও ছিলাম, কিন্তু আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ চেষ্টা করার প্রতিও সম্পূর্ণ অনীহা ছিল। আমাদের এটিকে বাধাহীন ভাবে করতে হবে। কিন্তু এই সুবিধার ব্যবহার শুরু না করলে, এটা সম্ভব নয়। এর সম্ভাব্য সুবিধাগুলো, যেমন কম খরচ, সময় বাঁচানো, ইত্যাদি। এই বিশাল সুবিধাগুলো একেবারেই বোঝানো হচ্ছে না। এমনকি তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) অধ্যাপকেরাও এর জন্য প্রস্তুত নয়। এখনই এটি নিয়ে পরীক্ষা চালানো উচিত।

এমডিপি-র ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে, কোর্সের বিষয়বস্তু বিনোদনের শিটে (পরবর্তী অংশ দেখুন) অন্তর্ভুক্ত (embed) করে বিরতির সময়ে বিনোদনের ব্যবস্থা রাখলে, ঝামেলাহীনভাবে ক্লাস চালানোর জন্য খুবই উপকারী।

Entertainment

বিনোদন

অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বিনোদনমূলক ওয়েবসাইট তৈরির ধারণাটি আমার মাথায় আসে যখন আমি অসুখে শয্যাশায়ী ছিলাম এবং সময় কাটানোর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাথা ঘোরার সমস্যার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না কিংবা আমার রোজকার কাজগুলোও করতে পারছিলাম না। আমি ইউটিউব (YouTube)-এর মিউজিক সাইট দেখা শুরু করলাম। সেখানে আমি আমার প্রিয় গানগুলো শোনার সুযোগ পেতাম। সেখানে ছিল কৌতুক, গজল, হাস্যরসাত্মক কবি সম্মেলন এবং এই জাতীয় আরও অনেক কিছু। আমি সেগুলোর লিঙ্ক একটি এক্সেল ফাইলে সংরক্ষণ করলাম এবং সেটি অনলাইনে আপলোড করলাম। ধীরে ধীরে সেখানে বর্তমান প্রজন্মের (gen next) গান, শিশুদের উপযোগী বিষয়বস্তু এবং হোয়াটসঅ্যাপ থেকে পাওয়া বিভিন্ন ক্লিপও যুক্ত করা হলো। আমি মূলত আমার নিজের প্রয়োজনেই এগুলো আপলোড

করেছিলাম, যাতে যখনই আমার একঘেয়ে লাগতো, মন খারাপ হতো কিংবা রাতে ঘুম আসত না, তখনই আমি এগুলো উপভোগ করতাম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি বেশ কয়েক জোড়া ইয়ারফোন, বিভিন্ন মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার তিনটি ওয়াই-ফাই বা ব্রডব্যান্ড ডঙ্গল, দুই সেট স্পিকার এবং দু'টি মোবাইল ফোন কিনেছিলাম। আমার দু'টি পুরনো ল্যাপটপও এই কাজে আমাকে বেশ সহায়তা করেছিল।

এর পাশাপাশি, আমার বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন শহরে কর্মরত ডাক্তারদের বিস্তারিত তথ্য, বিভিন্ন এলাকার ফার্মাসিস্টদের যোগাযোগের নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ (লগ-ইন তথ্যসহ), আগে থেকে বুক করা টিকিটের বিস্তারিত তথ্য, ট্যাক্সি চালকদের নম্বর এবং আমার সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় এমন অন্যান্য তথ্যও আমি সেই ফাইলে যোগ করেছিলাম। আমার ভ্রমণের ব্যাগে যেমন টাকা-পয়সা বা মূল্যবান সামগ্রী রাখার একটি বিশেষ থলি (saving bag) থাকে, ঠিক তেমনই এই ডিজিটাল ফাইলটিও আমার সামগ্রিক ব্যাগেজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হয়, এই ডিজিটাল যুগ ৬৫-ঊর্ধ্ব বয়সী মানুষদের জন্য এমন এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা তরুণ প্রজন্মের ওপর কোনো বোঝা না চাপিয়েই নিজেদের মতো করে জীবন ও বিনোদন উপভোগ করতে পারেন।

এভাবেই **ডিজিটাল যুগ** আমাকে নিম্নলিখিত শিক্ষাগত ও অ-শিক্ষাগত অবদান রাখার সুযোগ করে দিয়েছে:

১. IIM-গুলোর সমন্বয় সাধন
২. <u>বহুভাষিক ওয়েবসাইটের</u> মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে আইআইএম-গুলোর প্রচার ও প্রসার
৩. ১২টি ভাষায় বহুভাষিক গল্প রচনা
৪. সংক্ষিপ্ত, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক গল্প সংকলন তৈরি করা (ব্যাচ ১: ১৯৮৭)
৫. চাহিদা-মাফিক বই প্রস্তুত করা (নীচে দেওয়া সংশ্লিষ্ট ছবিগুলোতে ক্লিক করুন)
৬. 'কেস মেথড' (Case Method)-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান ও 'কেস লেখা' (Case Writing)-এ সহায়তাকারী বই লেখা
৭. স্বল্পমূল্যের বা বিনামূল্যের বা নমনীয় 'কেস বুক' বা কেস-সংকলন শুরু করা
৮. 'কৌশলগত ব্যবস্থাপনা' (Strategic Management) বিষয়টি সহজভাবে বোঝার জন্য অভাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পমূল্যের বা বিনামূল্যে শিক্ষার উপকরণ সহজলভ্য করা
৯. গবেষণা কার্যক্রম
১০. গবেষণা পরিচালনা
১১. গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার ও প্রসার
১২. শয্যাশায়ী অবস্থায় বা আইসিইউ থেকে শিক্ষাদান করা
১৩. শারীরিক নড়াচড়া ছাড়াই বিনোদন উপভোগ করা।

Challenges Ahead

সামনের চ্যালেঞ্জগুলি

প্রতিটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গেই কিছু না কিছু চ্যালেঞ্জ জড়িত থাকে। আমার মতে যে চারটি প্রধান চ্যালেঞ্জ রয়েছে, নীচে সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. ব্যয়ের বিষয়টি: প্রযুক্তির দ্রুত অচল হয়ে পড়ার কারণে অত্যন্ত ব্যাপক হারে ব্যবহারকারীদের ব্যয় বেড়ে যায়। সম্ভবত প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই প্রতি এক বা দুই বছর অন্তর দামি স্মার্টফোন ও ল্যাপটপ কেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর পাশাপাশি, উপরে উল্লেখ করা প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য ইন্টারনেট পরিষেবার যে খরচ হয়, সেটিও বিবেচনা করা দরকার।

নতুন জিনিস বা পণ্য উন্নয়ন বা উদ্ভাবন
অন্তর্মুখী লজিস্টিকস
পরিচালন কার্যক্রম
বহির্মুখী লজিস্টিকস
বিপণন
পরিষেবা ও বিক্রয়
আর্থিক সম্পদ
মানব সম্পদ
অবকাঠামোগত সম্পদ
সাংগঠনিক, প্রযুক্তিগত ও অদৃশ্য সম্পদ

- ভিত কতটা মজবুত তা না জেনেই ২১ তলা ইমারত নির্মাণ (জাল নোটের কথা মনে করুন - ৭০ বছর পরেও আমরা কালি আর টাকা ছাপার কাগজ বানাতে পারি না)
- বিদেশ থেকে আমদানি করা সার্কিট এবং সিম নিয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি (যেমন নকল নোট ছাপানোর সম্ভাবনা)
- ১৮ বছরের পুরোনো ব্যবসা নষ্ট করা ব্যবসায়ীরা যারা এয়ারপোর্টে মেট্রোর চুক্তি ছেড়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবসা নষ্ট করেছে, ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের খেলাপ হচ্ছে, প্রতিরক্ষা চুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের নাম বিবেচনা করা হচ্ছে।
- শীর্ষস্থানীয় মোবাইল পরিষেবা সংস্থা ই-কেওয়াইসি এবং আধার যাচাইকরণের কাজ ব্যবহার করছে, অননুমোদিত উপায়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকি স্থানান্তর করছে
- যে কোম্পানি লাভের কথা ভেবে পেট্রোল বিতরণ ছেড়ে দিয়েছিল, কেজি বেসিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তারাই (চীনা) লিও টেকের সমর্থন নিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে যৌথ উদ্যোগ (joint venture)করছে।

২. অনিশ্চয়তা: মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং প্রিন্টারগুলির ক্ষেত্রে অচল হয়ে যাওয়ার এবং সামঞ্জস্যজনিত (compatibility) সমস্যার বা অনিশ্চয়তার মাত্রা এতটাই বেশি, যে তা বিশ্বাস করাও কঠিন। এই অনিশ্চয়তা মাঝে মাঝে এমনকি ঘোর আশাবাদীদেরও হতাশ করে তুলতে পারে।

৩. **বার্ধক্যে নতুন শিক্ষালাভ:** এমন একটি দেশে, যেখানে এমনকি তরুণ বয়সেও শিক্ষালাভ করাটাই একটি বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে বয়স্কদের জন্য নতুন প্রযুক্তি এবং তার ব্যবহার শেখা

মোটেও সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের সেই কঠোর ও আপসহীন (no-nonsense) নিয়মকানুনের জগতে। যদি বাড়িতে সাহায্য করার মতো কোনো তরুণ সদস্য না থাকে, তবে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে গড়সড় হওয়ার অভিজ্ঞতাটি দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠতে পারে; ফলে বয়স্করা নীরবে সেই মানসিকতার দিকেই ফিরে যান—"আধুনিক বিষয়গুলো শেখার জন্য আমার বয়স বড্ড বেশি হয়ে গেছে।"

৪. টেকসই হওয়া: সব শেষে, তবে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যালেঞ্জটি বর্তমানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তা হলো আমদানির ওপর নির্ভর না করে প্রযুক্তির টেকসই হওয়া নিশ্চিত করা। আমাদের এমন একটি দেশ, যেখানে টাকা ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও কালিটুকুও উৎপাদন করা সম্ভব নয়; যেখানে সন্ত্রাসী অর্থায়নের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা সত্ত্বেও, এমন এক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করা হয় যার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশই আমদানি করতে হয় শত্রু বা মিত্র দেশ থেকে; যেখানে শিল্পপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং ব্যবসার সম্প্রসারণে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন (যার ফলে বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ বা NPA তৈরি হচ্ছে); এবং যেখানে তাঁরা নির্বিচারে এমন সব ব্যবসায় হাত দিচ্ছেন যেগুলোতে তাঁদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নেই, এবং শেষে তাঁরা বড় মাপের ঋণখেলাপি করছেন। এমন পরিস্থিতিতে অবাক হওয়ার কথা যে, নিজস্ব উদ্যোগে নতুন পণ্য উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা ছাড়া এই ধরনের কৌশল আসলে কতটা নিরাপদ ও সুদৃঢ়। বিষয়টি অনেকটা একটি ভবনের ২১তম তলাটি সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করার চেষ্টা করা, অথচ সেই ভবনের ভিত্তি বা বুনিয়াদটিই কতটা মজবুত, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র নিশ্চিত না হওয়া।

অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমার

kk661946@gmail.com

ekhaikk@gmail.com

kk@iiml.ac.in

www.ekhaikk.in

যোগাযোগের ফোন: 9415126367 BSNL; 7991323262 Airtel; 9453023432 Idea; 9696561946 Jio; 6390099055 Vodaphone.

ফলাফল: কৌশলগত ব্যবস্থাপনার উপর সাহিত্য